



গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত

গোপালগঞ্জ ২২শে ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা) : শিক্ষকের অপ্রতুলতা, ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসিক সংকট, গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের অভাব এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকার কারণে গোপালগঞ্জ সরকারী বঙ্গবন্ধু কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলেজটিতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। দীর্ঘদিন ধরে উপাধ্যকের পদটি খালি রয়েছে। কলেজে ৬০টি শিক্ষকের পদ থাকে। সবেও কর্মরত আছেন ৩৭ জন শিক্ষক। বাকী ২৩টি পদেই শিক্ষক নেই। এর মধ্যে ১৩টি সহযোগী অধ্যাপক পদের সব কটিই শূন্য রয়েছে। সহকারী অধ্যাপকের পদ রয়েছে ১৬টি। কর্মরত আছেন ১৩ জন। ৩টি পদেই শিক্ষক নেই। ২৯টি প্রভাষক পদের মধ্যে ২১টিতে শিক্ষক রয়েছেন। ৮টি পদই খালি। ৪টি প্রদর্শক পদের জন্য মাত্র ১ জন প্রদর্শক রয়েছেন। ৩টি প্রদর্শক পদেই কোন লোক নেই। কলেজে ক্লাস রুমের তীব্র সংকট রয়েছে। ক্লাসরুম ভবনটি বহু পুরনো। এর ছাদ ফেটে গেছে, প্লাষ্টার ঝরে পড়ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই দোতলার ছাদ চুয়ে ক্লাসরুমগুলো পানিতে একাকার হয়ে যায়। যেকোন সময় ছাদ ধসে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসিক সংকট প্রকট। ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রীনিবাস নেই। ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা প্রয়ো-

জনের তুলনায় খুবই কম। ফলে অনেক ছাত্রই আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সন্তোষ ছাত্রাবাসের অবস্থা করুণ। সেবা কীচা ও স্যানিটারিতে। ঘর ভরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ১৯৭৮ সালে গণপূর্ত বিভাগের আওতায় ১০ লাখ ৪ হাজার ৫শ টাকা ব্যয়ে ৫২ আসনবিশিষ্ট একটি দ্বিতল ভিত্তি ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও ১ম তলা নির্মাণের পর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে দ্বিতীয় তলা আর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

কলেজে শিক্ষকদের জন্যও কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। কলেজ লাইব্রেরীতে দীর্ঘদিন ধরে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কলেজটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন শৌচাগার নেই। এমন কি আবাসিক ছাত্রদের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য এ ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য এ ব্যবস্থা থাকলেও পানি সংযোগের অভাবে তা ব্যবহারের অনুপযোগী থেকে যাচ্ছে। খাবার পানির সুব্যবস্থা নেই।